দিকনির্দেশনামূলক

চিন্তাধারা

আসওয়াদ প্রকাশনা

দিকনির্দেশনামূলক চিন্তাধারা

লেখাগুলো তানজিমুল ক্বায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার *আল-মালাহিম* মিডিয়া কতৃক প্রকাশিত দারসসমূহ থেকে *আল-হিকমাহ* মিডিয়া কতৃক তরজমাকৃত ও প্রকাশিত। ~~আসওয়াদ প্রকাশনা কতৃক সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা শেষে আপনাদের সামনে পেশ করা হলো।~~
[আসওয়াদ প্রকাশনা : ৩]

~~আসওয়াদ প্রকাশনা~~
আল মালাহিম

পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার নীতি।
শাইখ ক্বাসিম আর-রিমি রাহিমাহুল্লাহ।

কিছু গ্রামে নতুন শিশু জন্মগ্রহনের কয়েকদিন পরই সেখানকার লোকেরা দূর্বল প্রকৃতির কিছু বিচ্ছু ধরে আনে। অতঃপর তারা বিচ্ছুগুলোকে ছোট্ট শিশুটিকে কামড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়। কয়েকবছর পর তারা শিশুটির জন্য বিষাক্ত কিছু বিচ্ছু নিয়োগ করে। এভাবে ধীরে ধীরে শিশুটি সাত বছর কিংবা তারচেয়ে কিছুটা বড় হলে তারা তার জন্য এমনসব সাপ নিয়ে আসে যেগুলোর বিষ সাধারণ মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু তখন যেকোনো ধরনের পোকামাকড় কিংবা বিষই আনা হোক না কেন দেখা যায় সে আর সেগুলো দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেনা। কেননা তার শরীরে ততদিনে মজবুত প্রতিষেধক গড়ে উঠেছে। তার রক্তে তখন শক্তিশালী সিরাম বয়ে চলেছে। বিষ তাকে কাবু করতে অক্ষম।

মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করতো, কেন সম্পূর্ন কুরআন একসাথে নাযিল হচ্ছেনা। কেন এই ধীর প্রক্রিয়া? কেন আয়াতগুলো আলাদা আলাদা আসছে? কেন কুরআন নাযিলের মধ্যে বিরতি হচ্ছে? জবাবে সূরা ফুরক্বানের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا

আর কাফিররা বলে, ‘কেন তার উপর পুরো কুরআন একসাথে নাযিল করা হল না?’ এটা এজন্যই যাতে আমি এর মাধ্যমে আপনার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। আর আমি তা ধীরে ধীরে আবৃত্তি করেছি। [সূরা ফুরক্বান ২৫ : ৩২]

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এই সকল ঘটনার দ্বারা তিনি তার বান্দাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মনে রাখবেন, যদি আপনি প্রথম স্তর থেকেই একবারে শীর্ষ স্তরে লাফিয়ে উঠে যেতে চান, তবে এই এক লাফেই আপনার কোমর ভেঙে যেতে পারে। যদি আল্লাহ আপনাকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র (বাস্তবায়ন) সহজ করে দেন, তবে (বুঝতে হবে যে) এর সমস্যাগুলোও একটি ‘রাষ্ট্রে সমান’ বড় হবে। আর বড় যেকোনো সমস্যা আপনাকে অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু যখন একটি সংঘবদ্ধ দল পর্যায়ক্রমিক ভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, তখন একটি ছোট সমস্যা সামনে আসা মাত্রই তারা তা সমাধান করতে পারবে। আর আপনার তখন কিভাবে কী করতে হবে সেই অভিজ্ঞতাটাও থাকবে। এছাড়াও তখন আপনি সহজে অবাক-বিমূঢ় হবেন না। সেজন্যই ধীরে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রসর হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়।

জিহাদ চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

শাইখ নাসির আল উহাইশি রাহিমাহুল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। চাই অমুক ব্যাক্তি নিহত হোক বা তমুক নেতা নিহত হোক। অথবা নিহত হোক কোনো কমান্ডার! আমরা নয়/দশ বছর যাবত কতবারই শুনেছি যে আফগানিস্তানের মাটিতে কুফফাররা জনৈক দুর্ধর্ষ নেতাকে হত্যা করে ফেলেছে, অমুক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে অথবা তালেবান/আল-কায়দার সোমালিয়া কিংবা ইসলামী মাগরিব শাখার জনৈক ভয়ানক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। অথচ জিহাদ চলমান আছে, বন্ধ হয়ে যায় নি!

আমেরিকান প্রশাসন মুজাহিদ নেতা বা কমান্ডারদেরকে হত্যা করে ভাবে যে, এখন জিহাদ শেষ হয়ে যাবে। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। এই ভাবনা শুধু এই যামানার কুফফারদের নয়, বরং নবী যুগ থেকেই তারা এমনটা লালন করে আসছে। এমনকি শয়তান ওয়াসওয়াসা স্বরূপ এই ভাবনা মুমিনদের অন্তরেও ঢেলে দিতে পারে। মুমিনের অন্তরেও সংশয় তৈরি হতে পারে যে অমুকের মৃত্যুতে তো আমরা পিছিয়ে গেলাম, কাফেলা বোধহয় থেমে গেল! এবার পিঠ দেখিয়ে ময়দান ত্যাগ করি। এই ওয়াসওয়াসা থেকে মুমিনের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখতে সূরা ইমরানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ
عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ

আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল; তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি তার মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না; আর আল্লাহ অচিরেই বিনিময় দান করবেন কৃতজ্ঞদের। [আলে ইমরান ৩ : ১৪৪]

মূলত জিহাদই মুসলিম উম্মাহর উন্নতির সোপান! মুজাহিদরা আমেরিকার চাকরদের সৃষ্ট এই সংকট (নেতৃত্বের শাহাদাত) থেকে দ্রুতই বের হয়ে আসেন, এবং আল্লাহর দ্বীনকে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেন। এবং তারা পবিত্র ভূমিসমুহকে ফিরিয়ে আনেন যা ক্রুসেডাররা ছিনিয়ে নিয়েছিল। আর এভাবেই একসময় মুসলমানদের হাতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত হয়ে যায়! আল্লাহর কাছে কামনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে তার পছন্দনীয় দ্বীনের উপর থাকা সহজ করে দেন এবং ভয়ের পর পরই নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন।

কখন আমরা শরীয়াহ দ্বারা শাসন করবো?

শাইখ আবু সুফিয়ান আল আজদি রাহিমাহুল্লাহ।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ইসলামী দলের মধ্যকার মানহাজগত সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে এই যে, প্রথমে আমাদের আক্রমণকারী শত্রুকে হটাতে হবে। তবেই পরবর্তীতে শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হবে।

অধিকাংশ মানুষই দাবী করে যে, আমরা এখনই শরিয়াহর শাসন চাই। সমস্ত ইসলামপন্থী দলেরও একটাই আশা যে, তারা শরিয়াহ দিয়ে বিচার-ফয়সালা শুরু করবে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় কীভাবে? তখন তারা বলে, আমরা যেই পরিস্থিতিতে আছি সেখানে থেকে 'গণতন্ত্র' ছাড়া এই সমস্ত দেশের সরকার ব্যবস্থায় শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যদি আবারও প্রশ্ন করা হয় 'গণতন্ত্র' কেন? তারা বলে, আমাদের দ্বারা (গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক) আগ্রাসী শত্রুকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাদের এই ধরেনের (গণতান্ত্রিক) শাসনে আগ্রহী হওয়ার এবং এই শাসনকেই শরিয়াহর শাসন আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে বাস্তবে তারা শরিয়াহ বাস্তবায়ন করতে অক্ষম। কিন্তু তারা গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করতে পারবে... আর গণতন্ত্র হচ্ছে দ্বীনের ঠিক বিপরীত। তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় 'গণতন্ত্র' কী? তারা বলে, এটা হচ্ছে স্রেফ একটা শুরা পদ্ধতি!

তাদের এ ধরনের কথা ও কাজের পেছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে, দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মরণের ভয়! এগুলো তাদের মধ্যে দ্বীনের কোনো গভীর ভাবনা কিংবা দ্রুত শরিয়াহ বাস্তবায়নের কোন আকাঙ্খা থেকে আসেনি। আল্লাহর কসম! দ্বীনের কোনো চাহিদা থেকে নয়। বরং সবই এসেছে নিজেদের বিভিন্ন মাত্রার দুর্বলতা থেকে। হে প্রিয় সাথীরা! জেনে রাখুন, প্রত্যেক তানজীম ও জামাতের প্রথম লক্ষ্য হবে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা। এটাই শরীয়তের হুকুম। এবং এটা উম্মতে মুসলিমার প্রত্যেকের উপর ফরজ! যখন আক্রমনকারী শত্রু ইসলামের ভূমিতে প্রবেশ করবে তখন সবার উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এবং এটা সমস্ত ইবাদত (এমনকি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার) উপরও মুকাদ্দাম তথা অগ্রগামী হয়। মূল বিষয়টা হচ্ছে অন্যায় আক্রমণ। অর্থাৎ যখনই মুসলমানদের কোন ভূমিতে আক্রমণ করা হবে, তখন সর্বপ্রথম আবশ্যক হচ্ছে আক্রমনকারী আগ্রাসী শক্তিকে বের করে দেয়া। তারপর শরিয়াহ কায়েম করা। কারণ শত্রু মুসলমানদের ভূমিতে থাকা অবস্থায় কখনোই শরিয়াহ প্রতিষ্ঠিত হবে না। কখনই না! সুতরাং বর্তমান তানজিম ও জামাতসমূহের বিষয়টা হচ্ছে, তারা মূলত যুদ্ধ করছে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য। সর্বপ্রথম লক্ষ্য আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা। আর, তা হচ্ছে আমেরিকা ও তার মিত্র মুরতাদ শাসকেরা।

পূর্ণাঙ্গ নববী পদ্ধতিতে শরিয়াহ বাস্তবায়নে বাধাদানকারী তথা আক্রমণকারী শত্রু দুই ধরনের :

১) বহিরাগত শত্রু

২) অভ্যন্তরীণ শত্রু

বহিরাগত শত্রু হচ্ছে যারা বাহির থেকে এসে আক্রমণ করে, যেমন : আমেরিকা ও ক্রুসেডাররা! আর অভ্যন্তরীণ শত্রু হচ্ছে মুরতাদ শাসকরা। এখানে (ইয়েমেন, পাকিস্তান, মিশর এবং বাংলাদেশে) শত্রু হচ্ছে এইসব মুরতাদরা। সুতরাং এই সমস্ত শাসকদেরকে প্রতিহত করা, উপড়ে ফেলা এবং বের করে দেওয়া ওয়াজিব, যতক্ষণ না এদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়। কেন? যাতে আমরা আল্লাহর শরিয়াহকে বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি। আমরা কখনোই আল্লাহর শরিয়াহকে জমিনে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো না, যতক্ষণ সেখানে শরীয়তের শত্রুরা প্রকাশ্যে অবশিষ্ট থাকবে! এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ট ভাল করে মনে রাখতে হবে। আমরা ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর শরিয়াহ কায়েম করতে পারবোনা, যতক্ষণ না মুসলমানদের ভূমি থেকে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা হয়।

শাহাদাতের সংস্কৃতি
শাইখ আনোওয়ার আল আওলাকি রাহিমাহুল্লাহ।

আরব উপদ্বীপে শাহাদাত বৃক্ষে প্রচুর ফল ধরেছে। আর ফল কাটার সময়ও হয়েছে। তাই আল্লাহ এদের থেকে অনেককে শহীদরূপে গ্রহণ করলেন। এইসকল শাইখদের মাঝে রয়েছেন আবদুল্লাহ্ আল মিহযাব রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মাদ ওমায়র রাহিমাহুল্লাহ, শ্রদ্ধেয় ভাই আবু সালেহ ও আরো অন্যান্য শহীদগণ। আল্লাহ এদেরকে শহীদরূপে কবুল করেছেন। কিন্তু মানুষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে না। তারা এই দৃষ্টিতে দেখে যে, মৃতরা বুঝি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। মানুষ জানে না যে, তারা (শহিদেরা) এই ব্যবসায় লাভবান হয়েছে! কেননা আল্লাহর সাথে ব্যবসায়, আল্লাহ্ যখন কাউকে শহীদরূপে ক্রয় করেন, এটা তো উক্ত ব্যক্তির জন্য মর্যাদার লক্ষণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ! ধ্বংস নয়। এটা কখনোই ধ্বংস নয়! মানুষের উচিত শাহাদাত কামনার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা।

একথা বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ ও দান। তারা লাভবান হয়েছে এবং মর্যাদা লাভ করেছে। যে সকল ফিদায়ী মুজাহিদকে তাদের কওম আল্লাহর কাছে পেশ করেছে, তারা এ সকল *মজবুত খুটি* দ্বারা গৌরবান্বিত হবে। প্রত্যেক গোত্র এটা নিয়ে গর্ব করবে। অমুক এত শহীদ পেশ করেছে, তমুক গোত্রের এতজন শহীদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মুসলিমগণ এ নিয়ে গর্ব করতো যে, তারা কে কত বেশি ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করতে পারে! তারা দুনিয়াবী বিষয়বলী নিয়ে গর্ব করত না। প্রতিযোগীতা দুনিয়াবী বিষয়াদীতে হবে না। প্রতিযোগিতা হবে পরকালীন বিষয়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ

প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা।
[সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩ : ২৬]

আল্লাহ আরবের এই ভূমিতে মুজাহিদদেরকে সম্মানিত করেছেন, ফলে তাঁদের মধ্য থেক লোকদেরকে শহীদ হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদেরকে মনোনীত করেছেন, যেন তারা ক্রুসেড হামলায় শাহাদাত বরণকারীদের ধারাবাহিকতার অংশ হোন। শাহাদাতবরণ তো সর্বকালেই চলমান। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে : এটা এমন এক বসন্ত, যা কখনো শেষ হবে না।

জীবিতদের প্রশংসা।
শাইখ হারিস ইবনি গাজী আন নাযযারী রাহিমাহুল্লাহ।

ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক মহাপুরুষ অতিবাহিত হয়েছেন যাদের জীবনে ছিল বিরাট কীর্তি। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই আসে খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা। যেমন ধরুন আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে দ্বীনের হেফাজত ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উনার অবদান ছিল সর্ব স্বীকৃত। কিন্তু আমরা সাহাবায়ে কেরাম কাউকে কিংবা কোন একজন কবি সাহাবীকেও এমন পাইনি যিনি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর প্রশংসা-স্তুতি করেছেন। তারা কেউই এমন বলেননি যে- এই হলেন আমাদের আবু বকর! এই হলেন আমাদের মহান নেতা... এই হলেন আমাদের খলিফা!

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু। যিনি পারস্য বিজয় করেছেন। কিন্তু আমরা কোন সাহাবীকে এমন পাইনি, যিনি ওমর রাদিআল্লাহ আনহু'কে নিয়ে গর্ব করেছেন; এ ধরণের কথা বলেছেন যে "আরেহ ইনি তো জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত! ইনিই আমাদের ইমাম! তোমরা দেখাও কে তোমাদের নেতা!"এমনটি তাদের দ্বারা কখনোই উচ্চারিত হয়নি। তারা সকলের পরিচয় করিয়ে দিতেন কেবল কিতাবুল্লাহ আর সুন্নাহ দিয়ে।

এমনিভাবে ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু। যার শাসনামলে অনেক বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়েছে। আলি ইবনে আবু তালিব রাদিআল্লাহু আনহু, যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে জীবিত জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যাক্তি। হাসান রাদিআল্লাহু আনহু, আমীরে মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু। উনারা আর উনাদের অধীনস্ত সাধারণ সাহাবীরা সরাসরি মুহাম্মাদ ﷺ এর হাতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তারা এই আদবটি শিখেছিলেন যে- জীবিত লোকদের ব্যাপারে কখনোই ফেতনার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আর জীবিতদের প্রশংসা স্তুতি করাও শরীয়তের খেলাফ। প্রশংসা ও গুনকীর্তন করা হবে, আল্লাহ্ ও তার রাসূল যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবেই।

নবীজী ﷺ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আগামীতে আবার জমিনে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ্ আসবে। তাই আমরা আমাদের নেককার পূর্বসূরিগণকেই অনুসরণ করবো। তেমনটাই করবো যেমনটা নবীজী ও তার সাহাবীগণ করেছেন। আমির, মুজাহিদ কমান্ডার হোক বা সাধারণ নেতা যেই হোক, তাদের এই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে যে তারা একেকজন মানুষ। স্মরণে রাখতে হবে যে তাদের ব্যাপারে কোনভাবেই ফেতনার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব না। চাই তারা যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক নেতা হোক অথবা ইলমী নেতা হোক। কেননা আমরা এমন অনেক সামরিক নেতা ও ইলমী ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে জানতে পেরেছি, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দানের পর গোমরাহ করে দিয়েছিয়েলন। জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা থেকে কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না।

আমরা আমাদের শাইখ ও নেতৃবৃন্দকে ভালবাসি। আমরা আমাদের আমির-উমারা কমান্ডারদের সম্পর্কে ভাল অনেক কিছুই জানি। কিন্তু অধিক প্রশংসা বাস্তবেই প্রশংসিত ব্যক্তির জন্য ফেতনা। যেমন ধরুন আপনিই, আমি যখন আপনার প্রশংসা করবো- আপনি নেতা, আপনি অমুক... তখন এসব আপনার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে নাকি করবে না? অবশ্যই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অথএব আপনিও আপনার অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করুন! তার অন্তর ও নিয়্যত (এহেন প্রতিক্রিয়া থেকে) হেফাজতে রাখতে তাকে সাহায্য করুন। তাকে বিকৃতি, বিচ্যুতি, ফেতনা ও বক্রতা থেকে বাঁচান। আপনি তাকে বলুন তুমিও আমাদের মত একজন মানুষ। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং নবী ﷺ এর সুন্নাহর অনুসরণ করো! আমরা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিই, একে অপরকে সবরের নসিহত করি। হ্যাঁ আমরা সাহস যুগাতে আর উৎসাহ বৃদ্ধিতেও কিছু বাক্য ব্যাবহার করি, কিন্তু প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ভিন্ন জিনিস। খেয়াল করে দেখুন, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহুর কখন প্রশংসা করা হয়েছিল? কখন তার গুণকীর্তন করা হয়েছিল? অবশ্যই তার সম্পর্কে যত কবিতা আছে, সবই রচিত হয়েছে তার মৃত্যুর পরে। তার জীবদ্দশায় আমরা কোনো কবি সাহাবীকে বা কোনো কবি তাবিয়ীকে তার প্রশংসা বাক্য লিখতে কিংবা এরূপ বলতে দেখিনি যে "ইনি এমন সিপাহসালার যিনি কাফেরদেরকে নত করেছেন! ইনি এমন নেতা... ইনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা!" সুতরাং আমাদের নেককার পূর্বসূরিরা তাদের নেতৃত্ব আর যোদ্ধাদের ব্যাপারে যা করেছেন, আমরাও তাই করবো।

এটা আমি জানি যে, নেতৃবৃন্দ ও আমির-উমারাদের প্রশংসা করা অতন্ত প্রিয় একটি বিষয়। এটা আমার নিকটও আকর্ষণীয়। আমিও এটাকে ভালবাসি। কিন্ত আমি আমার পছন্দ, প্রবৃত্তি ও আবেগ থেকে অধিক ভালবাসি নবীজি ﷺ এর পথনির্দেশ ও পূর্বসূরিদের আদর্শকে। আর আমি আমার ভাইদের ব্যাপারেও যত্নশীল। পূর্বে আল-মালাহিম মিডিয়ায় কিছু কিছু জীবিত ভাইদের প্রশংসামূলক নাশীদ পাওয়া যেত। তখন শরয়ী বোর্ড নাশীদের ব্যাপারে যেসকল শর্ত আরোপ করে তার মধ্যে এটাও ছিল যে, নাশীদে জীবিত লোকদের কোন প্রশংসা থাকতে পারবে না। এবং কোন শহীদের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি হওয়ার কথা বলা যাবে না। যেমন অমুকে নিহত হয়েছে, এখন সে জান্নাতে আছে, সে এখন এই এই অবস্থায় আছে... এরূপ। বরং বলতে হবে যে, আমরা তার ব্যাপারে এমনটা আশা করি। কুরআন-সুন্নাহ যার ব্যাপারে অকাট্যভাবে কিছু বলেনি, আমরা তার ব্যাপারে অকাট্যভাবে কিছু বলবো না। কিন্তু নিহতদের ব্যাপারে আমরা অবশ্যই আশা রাখি যে, তারা শহীদ হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর নিকট জান্নাতে আছেন। আর জীবিতদের ব্যাপারে; চাই সে নেতা হোক বা অন্য কেউ, আমরা আশা রাখি যে তারা কল্যাণপ্রাপ্ত ও সৎ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। এবং আমরা আশা রাখি, আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তাদেরকে উত্তম পরিসমাপ্তি দান করবেন। ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন : "জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়না।"

স্বাভাবিকভাবেই আমি এখন আল মালাহিম কিংবা আমাদের অন্য কোন মিডিয়ার নির্দিষ্ট কোন শিল্পী বা নির্দিষ্ট কোন ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলছি না। বরং আমি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি আমভাবে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি মাত্র। মূলকথা হচ্ছেঃ নেতৃবৃন্দের অন্ধভক্ত না হয়ে যাওয়া এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা। আপনি আপনার ভাইয়ের প্রশংসা করলেন মানে তাকে জবাই করে দিলেন। তাদের অন্তরও আমাদের অন্তরের মতই। অথচ আপনি তাকে 'মহান নেতা, মহান দায়িত্বশীল' বলে সম্বোধন করছেন! কোন জিনিসটি ঐসব শাসককে ফেরাউনে পরিণত করেছিল? জাঁকজমক, প্রশংসামূলক কথা ও এই ধরণের কৃত্রিম বিষয়গুলো। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্ আমাদেরকে তার আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন। এবং তার অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখুন! আমিন! নিশ্চই তিনি প্রতিটি বিষয়ি ক্ষমতাবান।

ব্যক্তিবিশেষের ভুল-ত্রুটি।
শাইখ ইব্রাহিম আর রুবাইশ রাহিমাহুল্লাহ।

একটি বিষয়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে, খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়টি হলো সাধারণ মুজাহিদদের ভুল-ত্রুটি। যেকোনো মানুষের কাজে ভুল-ত্রুটি হবেই। বিশেষ করে যদি সেটা দলীয় কোন কাজ হয়। কিন্তু ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। কেউ ভুলের কথা বলে সেটা ঠিক করার জন্য, সঠিক পথ দেখানোর জন্য এবং যথাসাধ্য সংশোধন করার জন্য। সাধারণত মুজাহিদদের ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে মানুষ পূর্ব থেকে মাথায় গেঁথে থাকা ধারণার আলোকে কথা বলা শুরু করে। আর কেউ ভুলের কথা বলে কটাক্ষ করার জন্য এবং ব্যক্তিবিশেষের উক্ত ভুলকে দলীয় ভুল হিসেবে দেখিয়ে জিহাদ বর্জনের ওযর পেশ করার জন্য।

বিশেষত অনেক ভুল এমন আছে, যেগুলো পূর্ণাঙ্গ কাঠামো ও মানহাজের ভ্রান্তি প্রমাণ করে না। কখনো সেগুলো হয় ব্যক্তি বিশেষের ভুল, কখনো বা কোন মাসআলায় একটি নির্দিষ্ট মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে যায় যেখানে ইখতিলাফের অবকাশ ছিল। কখনো কেউ একটি বিষয়কে এমন স্থানে প্রয়োগ করে, যা উক্ত স্থানে তা প্রয়োগযোগ্য নয়।

প্রতিটি মুজাহিদকে যেমনিভাবে ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তার পূর্বে আবশ্যকভাবে শরয়ী কোর্স সম্পন্ন করতে হয়, তেমনিভাবে তাদেরকে সাধারণ মুসলমানদের সাথে উত্তম চরিত্র দেখানোর ব্যাপারেও তাগিদ দেওয়া আবশ্যক। মুমিনদের প্রতি নম্র, ‘পরস্পর রুহামা’- এই গুণগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ কথার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে যে, এ সকল মুসলিম যদিও তাদের সাথে জিহাদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু তারা অবশ্যই ইসলামের গণ্ডির ভিতর আছে। যদিবাও তারা জিহাদ পরিত্যাগকারী হোক না কেন। তাই সাভাবিকভাবে মুসলিমদের প্রতি যেরূপ অন্তরঙ্গতা রাখতে হয়, তাদের সাথেও সেরূপ রাখতে হবে। একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের উপর যতটুকু অধিকার থাকে, তাদেরও ততটুকু রয়েছে।

এমনিভাবে জিহাদী জামাতের অভন্তরে কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হলে ভুলকারী সৈন্যদের থেকেও হিসাব নিতে হবে। কখনো জিহাদী জামাতের মধ্যে এমন সৈন্য/সদস্যও থাকে, যাদের অন্তরে কঠোরতা ও কড়াকড়ি ব্যাপক। তাদেরও মুহাসাবার অধীনে আনতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে মানুষের মধ্যে তাদের রিজিক বণ্টন করেছেন, তেমনিভাবে তিনি তাদের মধ্যে তাদের আখলাক-চরিত্রও বণ্টন করেছেন। সেজন্য যার মাঝে অধিক কঠোরতা থাকবে, তাকে শাস্তি কিংবা বহিষ্কার না করে এমন স্থানে রাখা হবে, যেখান থেকে সে সাধারণ মানুষের সাথে গভীরভাবে মিশতে না পারে। তার জন্য জিহাদের এমন দায়িত্ব দিতে হবে, যেটাতে সাধারণ মানুষের সাথে অধিক সংযোগ নেই।

নতুবা উক্ত শক্ত দিলের ভাইদের কারণে পূর্ণাঙ্গ জামাত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হবে। মিডিয়ার মতো স্পর্শকাতর দায়িত্ব এমন ভাইদের হাতে অর্পণ থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ এর মাধ্যমেই জিহাদী জামাতের চিত্র অন্যদের সামনে প্রকাশ পায়। এমনিভাবে জিহাদী মারকাজের অভ্যন্তরে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, কর্মচারী যেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রবান হয়, দৃঢ় তবে নম্র হয়। এমন দৃঢ়তা সম্পন্ন হয়, যাতে রুক্ষতা থাকবে না। সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, আমাদের কারো মাধ্যমেই যেন অজ্ঞাতসারে মানুষের নিকট দ্বীন এবং জিহাদ ঘৃণিত না হয়।

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

শাইখ ক্বাসিম আর-রিমি রাহিমাহুল্লাহ।

আমাদের মনে রাখা উচিৎ 'তাগুত' এবং 'বিরোধী' মুসলিম ভাই; উভয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পন্থা কখনোই এক হবে না। দুটি লড়াইয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিরোধী মুসলিম সে যেই হোক হয় সে আপনার ভাই, আপনারই জামাতভুক্ত; কিংবা অন্য কোন মুসলিম জামাতের সদস্য। তাই তার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে করা লড়াই কখনোই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো হবে না।

আল্লাহ পানাহ! আমরা মুসলিমদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে পারি না। ফাটল সৃষ্টির জন্য অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারি না। আমরা কখনোই আমাদের মুসলিম ভাইদের 'শাস্তি প্রদান' এর জন্য যুদ্ধ করতে পারি না। তাদের সাথে মিথ্যা প্রতারণার আচরণ করতে পারি না। আমি যদি কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও, তাহলে সেখানে আমাকে 'ইসলামের নীতি' ও যুদ্ধের আদাব মেনেই যুদ্ধ করতে হবে।

মুসলিম জামাত, গোষ্ঠী বা যে কোনো মুসলিমের সঙ্গেই লড়াই হোক, আমি তার প্রতি মিথ্যারোপ করতে পারি না। তাদের মাঝে গুপ্তচর প্রেরণ করতে পারি না, যে তাদের ভেতরে প্রবেশ করে ওঁৎ পেতে বসবে। এটা হতে পারে না। এটা তো 'তাজাসসুস' তথা মুসলিমদের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধান। মুসলিমদের উপর 'তাজাসসুস' করা যায় না। আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে!

যে কেউ তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেকোনো নীতি অনুসরণ করতে পারে। যেমন 'খুদআহ' বা ধোঁকা। তুমি যখন শত্রুর বিরদ্ধে যুদ্ধ করবে, তখন পিছু হটে যাচ্ছ দেখিয়ে শত্রুকে প্রতারিত করবে। সে খালি দেখে অগ্রসর হলে, তুমি তাকে হত্যা করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক কৌশল। এভাবে তুমি কুফফার শত্রুদের শাস্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে যখন তুমি কোনো মুসলিমকে বন্দী করবে, তখন কি তার সঙ্গে একই আচরণই করবে, যা কাফেরদের সঙ্গে করো? তোমার কোন এক মুসলিম ভাই, তোমার সাথে লড়াইয়ে আহত অবস্থায় রণাঙ্গনে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গেও কি একই আচরণ করবে, যা কাফেরদের সঙ্গে করো? না, কস্মিনকালেও না! বিষয়টি একদমই পরিষ্কার!

চিহ্ন মুছে দেয়া ও পথ নিরাপদ করা
শাইখ সাঈদ আশ-শিহরী রাহিমাহুল্লাহ।

শাম থেকে মক্কার পথে রওনা হয়েছে আবু সুফিয়ানের বণিকদল। কাফেলার নিরাপত্তার জন্য প্রহরীরা চারদিকে পাহারা দিচ্ছিল। অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকরা একটি উঁচু টিলার উপর বসে কাফেলার সামনের পথ সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিল। অতপর সেখান থেকে তারা আবু সুফিয়ানের কাছে ফিরে আসছিল।

সেই সময়টাতে মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ চলছিল। যদি এই যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হয়, আর মক্কার কাফেররা কাফেলার সাথে থাকা ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়, তবে সেটা তাদের জন্য সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতির কারণ হবে। তাই পথে আবু সুফিয়ান যাকেই দেখতো তাকেই মদিনা বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো এবং পথের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিত।

আবু সুফিয়ান তখন রাসুল ﷺ ও মুসলিম বাহিনীর অনুসন্ধানে চতুর্দিকে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলো। মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলো। আবু সুফিয়ান নিজেও চার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে থাকলো এবং অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে সামনে চলতে থাকলো। পিছনে তাদের এমন কোন চিহ্ন যেন না থাকে, যা দেখে মুসলিমরা সহজে তাদের সন্ধান পেয়ে যাবে- সেই ব্যবস্থাও করলো।

শাম থেকে মক্কার পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে কাফেলা যখন বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী হলো, তখন আবু সুফিয়ান কাফেলাকে থামিয়ে নিজেই সামনে অগ্রসর হয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গেল। পথে তার দেখা হলো 'মাজদী ইবনু আমরের' সাথে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল টিলার ওইপাশে দুইজন ব্যক্তি নিজেদের উট বসিয়ে মশকে পানি ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে।

একথা শুনে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত দ্রুতবেগে টিলার অপরপাশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ঐ দুই ব্যক্তির উটের গোবর খুঁজে পেলো। গোবর ভাঙ্গলে ভিতরে আবু সুফিয়ান একটি খেজুরের আঁটি পেল। দেখেই সে বুঝলো যে, এটি মাদানী খেজুরের আঁটি। তার আর বুঝার বাকি রইলো না যে, মুসলিমরা অবশ্যই খুব নিকটে চলে এসেছে! তখন সে খুব দ্রুত কাফেলাকে নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেলো এবং সমুদ্র উপকুলের দীর্ঘ পথ ধরে ধীরে ধীরে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে গেল।

উল্লিখিত ঘটনা থেকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি শিক্ষা পেলাম -

প্রথম শিক্ষা : চলার পথে অত্যন্ত সতর্কতা থাকা। পিছনে এমন কোন চিহ্ন রেখে না আসা, যা শত্রুকে আমার ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য দিতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি মাত্রই জিহাদের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলো, কিন্তু তার বেশভূষা ও পোশাক ঠিক রণাঙ্গনের কোন সাথীর মতো। পরিধানের সালোয়ারটি টাখনুর উপরে, কপালে গাঢ় সেজদার চিহ্ন, মাথায় বড় বড় কোঁকড়া বাবরি চুল। তার এই বেশ-ভুষা দেখলে যে কেউ খুব সহজেই তার অবস্থা বুঝে ফেলতে পারবে। সে অল্পতেই গোয়েন্দাদের দৃষ্টিতে পড়ে যাবে। মানুষ তার থেকে সতর্ক হয়ে যাবে এবং এটি তার গন্তব্যের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং ছোট বড় এমন কোন চিহ্নই পিছনে ফেলে আসা যাবে না, যার মাধ্যমে শত্রুরা আমার গতিবিধি বুঝতে পারে।

এমনকি, এমন কোন চিহ্নও রাখা যাবে না যা কাউকে আমার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন তথ্য না দিলেও, আমার বিষয়ে তার মাঝে সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ শত্রু কিংবা অন্য কারো দৃষ্টিতে 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া অথবা আমার কাজ-কর্ম শত্রুর চোখে 'সন্দেহপূর্ণ' হওয়া কখনো কখনো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এই ধরনের সূক্ষ্ম কোন চিহ্নও পিছনে রেখে আসা যাবে না।

দ্বিতীয় শিক্ষা : উক্ত ঘটনায় আমরা লক্ষ করলাম যে, আবু সুফিয়ান বিপদ আঁচ করতে পেরে, শাম থেকে মক্কার পথ ছেড়ে উপকূলীয় পথ ধরে মক্কার দিকে এগুতে শুরু করলো। সেই পথটি ছিলো অতন্ত দীর্ঘ ও দুর্গম। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি রাস্তা যতই সংক্ষিপ্ত ও সহজ হোক না কেন, যদি তাতে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহলে অবশ্যই সেই রাস্তাটি পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। এমন রাস্তা গ্রহণ করতে হবে যা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত। ঝুঁকিমুক্ত সেই পথটি কষ্টকর কিংবা দীর্ঘ হলেও। কারণ ইসলাম ও উম্মাহর কল্যাণে কাজের জন্য আমাকে পূর্ণ নিরাপত্তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে আমি নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে শত্রুর মুখোমুখি করার মাধ্যমে এবং আমার সকল কর্মকাণ্ড শত্রুর কাছে প্রকাশ করে দেয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র নিজেকেই বিপদে ফেলছি না, বরং পুরো উম্মাহকেই আমি বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আর সবই হচ্ছে আমার সামান্য অসতর্কতার কারণে।

আল্লাহ উম্মাহর হক যথাযথ হেফাজতের জন্য আমাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুক। আমিন।

নিরাপত্তার উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা জরুরী!
শাইখ ইবরাহীম আবুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, শত্রুর মোকাবেলায় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থির থাক! [সূরা আলে ইমরান ৩ : ২০০]

হাদীসে এসেছে, إنما النصر صبر ساعة বিজয় তো কিছুক্ষণ ধৈর্যের ব্যাপার মাত্র! যদি আপনার জিহাদের ময়দানে বিরক্তি চলে আসে তাহলে নিজেকে বলুন, *'ওহে বীর সেনানী! প্রতিদিন সংঘর্ষের অপেক্ষায় বসে থাকা এবং আমীরের নির্দেশে গাড়ি নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়া, এ সব কিছুতেই রয়েছে সা ওয়াব!'* এ ধরণের কাজ করে কী-ই বা সওয়াব হবে- এমন চিন্তা মাথা থেকে সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলুন!

রাসুল ﷺ বলেছেন **إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نو সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকে যা নিয়ত করবে তাই পাবে।** তাই একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিজেকে এবং ভাইদেরকে রক্ষা করার মতো মহান আমলের মাধ্যমে অবশ্যই আপনার সওয়াব পাওয়া যাবে।

আমাদের তো জানা আছে যে রাসুল ﷺ ছিলেন মানুবকুলের সবচেয়ে মহান ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তাঁর রাসুলকে বায়তুল মাকদিস থেকে সাত আসমানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনিভাবে মক্কা থেকে মদিনায় নিয়ে যেতে পারতেন কোন কষ্ট-ক্লেশ ও ঝুঁকি ছাড়াই । তবুও রাসুল ﷺ হিজরতের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। [সূরা আহযাব ৩৩ : ২১]

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ কে অনুসরণ করতে হবে। হিজরতের ক্ষেত্রে উনার সুন্নাহ কী ছিল, তাও আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকালে পূর্ণ প্রস্তুতি ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিলেন। তাই আমাদেরও কর্তব্য হলো এসব উপায় উপকরণ গ্রহণ করা। প্রস্তুতি ও উপকরণের পরই আল্লাহ তাঁকে সমস্ত

মানুষ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তো চাইলে তাকে প্রকাশ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় কাফেরদের সম্মুখেই হিজরত করাতে পারতেন। যেমন সাইয়িদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন, তখন তিনি খোলা তরবারি নিয়ে প্রকাশ্যে বের হয়েছেন। অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় গোপনে বের হননি। মক্কা ত্যাগ করার সময় বলেছেন : 'যে তার মায়ের বুক খালি করতে চায়, সে যেন আমার পিছু নেয়'।

অথচ রাসুল ﷺ ছিলেন সবচাইতে সাহসী মানুষ। চাইলে তিনিও খোলা তরবারি নিয়ে প্রকাশ্যে বের হয়ে বলতে পারতেন, 'যে ব্যক্তি তার মায়ের বুক খালি করতে চায়, সে যেন আমার পিছু নেয়'। আল্লাহর শপথ! তার ঐ হুমকির সামনে টিকে থাকার মত স্পর্ধা কারো থাকতো না। বরং ঘটনা হচ্ছে এই যে, রাসুল ﷺ দাওয়াতের সূচনাকালে দুর্বল অবস্থায় যখন কাবার চারদিকে তাওয়াফ করছিলেন আর সেই দুর্বল পরিস্থিতিতে যখন কুরাইশরা ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন কটুকথা বলছিল, তখন তো তিনি স্পষ্ট বলেই দিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যবেহ করতে প্রেরিত হয়েছি'। তখন উপস্থিত প্রত্যেকেই এমনভাবে মাথা নুইয়ে ছিল যে, তাদের কেউই উনার সামনে মাথা উঠাতে পারেনি। অথচ ঐ মুহূর্তে তাঁর সাথে কোন কিছুই ছিল না। না ছিল কোন অস্ত্র, না ছিল অন্য কোন হাতিয়ার।

তারপরও কিন্তু রাসুল ﷺ হিজরতের সময় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে কাফেরদের হাতে বন্দি হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। মোটকথা আল্লাহ তায়ালা তার রাসুলকে উদ্ধার করেছেন পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরই। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় আত্মগোপন করা অবস্থায় কাফেররা গুহার নিকটে পৌঁছার পরও আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন।

এখানে আমরা গোপনীয়তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। কীভাবে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা হবে। জেনে রাখতে হবে যে, সর্বাবস্থায় গোপনীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুল ﷺ যখন গুহায় ছিলেন তখন কাফেররা গুহার সামনে পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিল। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ নিজ পায়ের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে'। এ কথা শুনে রাসুল ﷺ আল্লাহর উপর ভরসা করে বললেন, 'তুমি ভয় করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন!'। বিষয়টি কুরআনে এভাবে এসেছে -

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ

এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহায় ছিলেন; তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে আছেন।' [সূরা তাওবা ৯ : ৪০]

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে তারা উনাদেরকে দেখতে পায়নি। কারণ প্রথমত তিনি সবধরনের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। পরবর্তীতে সুরাকা যখন রাসুলুল্লাহর নির্দিষ্ট একটি দিকে রওয়ানা হওয়া সম্পর্কে অবগত হল, তখন সে পুরষ্কার হিসেবে একশত উট গ্রহণ করার জন্য উনার পিছু নিল। কিন্তু সুরাকা রাসুল ﷺ আর উনার সঙ্গীকে স্বচক্ষে দেখামাত্রই আল্লাহ তাকে অক্ষম করে দিলেন। তাই সে কোন কিছুই করতে পারল না। তাই যদি আমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করি ও আমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী উপকরণ গ্রহণ করি, তাহলে আল্লাহর শপথ করে বলছি, শত্রু আমাদেরকে দু'চোখে দেখবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। বরং আল্লাহ তাকে অক্ষম ও অসহায় করে দিবেন।

এ ধরণের ঘটনা আমাদের অনেক ভাইদের সাথে বহুবার ঘটেছে। যেমন তারা শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে ভুলবশত অন্য কোন একটা বাহিনীতে ঢুকে পড়ে। সুবহানাল্লাহ! এই কঠিন ও দুরূহ মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য একজনকে অনুগত করে দিয়েছেন। তখন লোকটি তাকে বলছে; ‘যাও, যাও। হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যাও।’ সম্ভবত শত্রু আপনাকে দেখছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তখন শত্রু বাহিনীর এমন কাউকে বশীভূত করে দেন, যে ব্যক্তি তাদের হাত থেকে আপনার মুক্তির মাধ্যম হবে। কিংবা শত্রু আপনাকে দেখে কিন্তু আল্লাহ তাকে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত করে ফেলেন। ফলে আপনি শত্রুর সামনে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যেতে পারবেন।

তো ভাইয়েরা আমার!

এধরণের ঘটনা নানা পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাস্তায় অনেক ভাইয়ের সাথে ঘটেছে। সুতরাং নিরাপত্তার উপায় বা মাধ্যম সমূহ গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। যেমনিভাবে পূর্বে বলেছিলাম যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলা তরবারি হাতে মক্কা থেকে মদিনায় বের হয়ে যেতে পারতেন। আল্লাহ তায়ালা রাসুলকে সবার সামনে দিয়ে মক্কা হতে মদিনায় নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এ অবস্থায় সবার সামনে দিয়ে বের না হওয়া ছিল উম্মতের জন্য শিক্ষা ও আদর্শ। কারণ সবাই তো আর উমরের মত খোলা তরবারি হাতে বের হতে পারবেনা।

তাই নিরাপত্তার উপকরণ গ্রহণ করা খুবই জরুরী। তবে তা হতে হবে আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে। শুধু উপায়-উপকরণের উপর মিথ্যা ভরসা করা যাবে না। আল্লাহর উপর ভরসার ভানও ধরা যাবে না।

অসমাপ্ত

আমাদের পরিকল্পনা ছিল আল মালাহিম কতৃক প্রকাশিত *মাফহিম* সিরিজএর নসিহাহ সকল পর্ব একসাথে একটি পিডিএফ এর মধ্যে বইয়ের মত করে একত্রিত করবো। কিন্তু সিরিজ এখনো চলমান থাকায়, এর কোন সীমা নির্ধারন করা যাচ্ছে না, আবার মুখে বক্তব্য আকারে আরবীতে দেওয়া উপদেশগুলো বাংলা ভাষায় তরজমা করলে যথাযথ ভাব ফুটে উঠছে না। সুতরাং এই প্রকল্প অসমাপ্তই রেখে দেওয়া হলো।

আর আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী!

[আপনাদের মুনাজাতে আসওয়াদ মিডিয়ার ভাইদের ভুলবেন না।]

আসওয়াদ
মিডিয়া